দুআ বিশ্বাসীদের হাতিয়ার

মূল : ইয়াসির ক্বাদি
অনুবাদ : মাসুদ শরীফ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

অনুবাদকের কথা

সেবার বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ক্রিকেট বিশ্বকাপে খেলছে। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ। ইংল্যান্ডের অচেনা আবহাওয়া আর গতিশীল পিচে ১১৬ রান তুলতেই দফারফা হয়ে গেছে বাংলাদেশের। জবাব দিতে গিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। টাওস একটা ছক্কা মেরে বল পাঠিয়ে দিয়েছেন স্টেডিয়ামের বাইরে! বল খোঁজাখুঁজি চলছে। আমাদের আকরাম খান টাওসের ব্যাট ধরে দেখছে।

আমার বয়স তখন মাত্র ১০। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস প্রবল। কিছু জেনে, না জেনে ইসলাম পালন করি। কচি মন। বাংলাদেশের জয় দেখার জন্য পাগল। জানি সম্ভব না, তারপরও, যেহেতু আল্লাহ সব পারেন, টিভির সামনে গিয়ে দুহাত তুলে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ জানালাম : 'আপনি যদি সত্যিই থাকেন, তাহলে বাংলাদেশকে জিতিয়ে দিন!'

বাংলাদেশ সেদিন জেতেনি। মন খারাপ হয়েছিল ভীষণ। ক্রিকেট ম্যাচে জয় পেতে আমার শিশু মন যা করেছিল, আজও হয়তো আপনি তা করেন নানান ব্যাপারে দুআর করতে গিয়ে। দুআর ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আজ আর তেমনটি নেই।

এই বঙ্গ ভূখণ্ডে ইসলামকে যতটা না আমরা জেনে-বুঝে পালন করি, তারচেয়ে বেশি করি অন্ধ আবেগে। দুআ তাই আমাদের অনেকের কাছে যেন জাদুকরি মন্ত্র। হ্যারি পটারের জাদুর ছড়ির মতো ঘুরিয়ে আবোলতাবোল কিছু একটা বললাম, আর মুহূর্তে আকাশ থেকে টুপ করে বিএমডব্লিউ গাড়ি নাজিল হলো। এমনই প্রত্যাশা। না, দুআর বিষয়টি মোটেও এমন নয়।

দুআর কিছু আদব আছে, কিছু কায়দাকানুন আছে, কিছু নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের গণ্ডি আছে। সর্বোপরি আছে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আমি চাইলাম, কিন্তু পেলাম না, তার মানে দুআ কবুল হয়নি— বিষয়টা এত সরল নয়। কিংবা আমি চাইলাম এক জিনিস, পেলাম অন্য আরেক জিনিস— এ নিয়ে আক্ষেপ করারও সুযোগ নেই। সবকিছুই আল্লাহ তাঁর নিজ জ্ঞানে করেন এবং সবকিছুই আমাদের কল্যাণের জন্য। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের সীমিত জ্ঞানে তা বুঝে ওঠা দুষ্কর।

দুআ নিয়ে আমাদের যত ধরনের কল্পনা, যত ধরনের অজ্ঞতা, তার প্রায় সবকিছুর জবাব মিলবে এই বইতে। কী করলে দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে, তারও হদিস পাওয়া যাবে এখানে। দুআ জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে। দুআ যে বিশ্বাসীদের

এক শক্তি, এক অব্যর্থ অস্ত্র, মহান আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় কথপোকথন; প্রবল হবে এই প্রত্যয়। পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র থাকতে পারে প্রবল প্রতাপশালী কোনো দেশের হাতে। হতে পারে কেউ চরম অন্যায়-অত্যাচারকারী। খালি হাতে আমি নিরুপায়। কিন্তু যতক্ষণ দুআর মতো অতি-প্রাকৃতিক ও আসমানি হাতিয়ার আমার কাছে, ততক্ষণ আমি দুর্বল নই; আমি অসহায় নই। আমার হাতে আছে এই মহাজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। দুআর মাধ্যমে আমি কথা বলি সারা জাহানের নিয়ন্তা মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে। যতক্ষণ আল্লাহ আমার সাথে আছেন, ততক্ষণ এ দুনিয়ার কেউ আমার কিচ্ছুটি করতে পারবে না। কিচ্ছু না। আল্লাহ সহায়।

মাসুদ শরীফ
masud.xen@gmail.com
জানুয়ারি ১১, ২০১৮

লেখকের কথা

সব তারিফ আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের অন্তরের দুরাচার ও দুষ্কৃতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ ভুল পথে চালাতে পারে না। আর তিনি যাকে বিপথে নেন, তাকে কেউ সুপথে ফেরাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাসনার উপযুক্ত নন। তিনি সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর শেষ নবি। নিখাঁদ আবিদ।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

'আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদাতের জন্য।' [কুরআন, ৫১ : ৫৬]

মানুষ হিসেবে ঠিক এটাই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। যতভাবে তাঁর ইবাদাত করা যায়, দুআ তার মধ্যে অন্যতম। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী[১] আল্লাহর কাছে আন্তরিক এক আকুতির নাম দুআ। দুআ করার সময় মানুষ বোঝে, সে কত দুর্বল, কত অসহায়। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সে কত নাদান।

দুআর মাধ্যমে আমরা আসলে আল্লাহর প্রতিটি নাম ও বিশেষত্বের স্বীকৃতি দিই। আমরা স্বীকৃতি দিই তিনি আমাদের স্রষ্টা। আমাদের লালন-পালন, নিয়ন্ত্রণ সবকিছুই তাঁর হাতে। আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তিনি শুনছেন, দেখছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। সবকিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। দুআ মানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ; উপাস্য হিসেবে তাঁর একক অধিকারের স্বীকৃতি।

মানুষ! হতদরিদ্র এক সৃষ্টি। কোনো কিছুর ওপরই প্রকৃত অর্থে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; উলটো মানুষের ওপরই চলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একক কর্তৃত্ব। দুআর মাধ্যমে প্রতিমুহূর্তে স্বীকারোক্তি দিই–

১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলি শুধু আরবিতে। এই বইতে বা অন্যান্য বইতে এসব নামের যে অর্থ দেওয়া হয়, তা মূল আরবির সামান্যই ধারণ করে। এগুলোর অনুবাদ কখনোই মূলের সমান নয়।

'আমরা আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী; তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। দুআ আমাদেরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মহাপ্রভুর সামনে আমরা নিঃস্ব। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমাদের এক মুহূর্তও চলবে না। সত্যি বলতে খাবার-পানীয়-অক্সিজেনের চেয়ে এই জীবনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকেই বেশি প্রয়োজন। এগুলোর সবকিছু যে তিনিই দেন।'

আমাদের প্রয়োজন আল্লাহর অবিরাম দিক নির্দেশনা। আর তাই দুআ সকল প্রয়োজনের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সকল চাহিদার মাঝে সবচেয়ে দামি। দুআ ইবাদাতের সারবস্তু। এ সময় আমাদের অবস্থা কেমন হয়, তা দেখলেই বিষয়টা বোঝা যায়। নিজের অপরাধগুলো মার্জনা করার জন্য আল্লাহর কাছে নতজানু হয়ে বসে ফরিয়াদ করি। আশা ও শঙ্কার দোলাচলে দুলে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিই আল্লাহর কাছে। প্রবলভাবে কামনা করি আল্লাহর পুরস্কার। দুহাত উঠিয়ে আল্লাহর দিকে ফিরি আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণের উদ্দেশ্যে। আমাদের মাঝে তখন যেন পাওয়া যায় ঠিক এই আয়াতটির প্রতিচ্ছবি–

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.

'তারা ভালো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আশা আর ভয় নিয়ে আমাকে ডাকত। আমার প্রতি তারা ছিল বিনয়াবনত।' [কুরআন, ২১ : ৯০]

আল্লাহ যে অবশ্যই আমাদের দুআ কবুল করবেন, সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ রেখে আমরা প্রার্থনা করি–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

'তাদের প্রভু বলেছিলেন, "আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। আমার দাসত্ব করা থেকে যারা বড়াই করে, আমি তাদের লাঞ্ছিত করে জাহান্নামে ঢুকাব।"' [কুরআন, ৪০ : ৬০]

একজন আবেদনকারী ব্যক্তির এহেন অবস্থা কল্পনা করলে বুঝবেন, দুআই ইবাদাত[২] বলতে নবিজি ﷺ আসলে কী বুঝিয়েছেন। ইবাদাতের পুরো ধারণা, মানুষ সৃষ্টির পুরো উদ্দেশ্যকে যদি একটিমাত্র শব্দে বলতে চাই, তাহলে বলতে হবে, সেটি হচ্ছে 'দুআ'।

দুআর মাধ্যমে আমরা স্রষ্টার আসল মর্যাদা আর মহত্ত্ব বুঝতে শিখি। যখন মুক্তির সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, যখন চারিদিক থেকে বিপদ ঘিরে ধরে, আমরা তখন কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দিকে ফিরি। তাঁর কাছে খুঁজি শান্তি, স্বস্তি। যে প্রশান্তি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ছাড়া আর কারও দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সেটা তাঁর কাছে ছাড়া আর কোথায় পাব বলুন? তিনিই যে রাজাধিরাজ, সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। সবসময় যার তারিফ চলে আকাশ-পাতাল-জমিনে।

---

২. আহমাদ ও অন্যান্য। সহিহ। সহিহুল-জামি' ৩৪০৭।

দুআর এসব তাৎপর্য যদি বুঝে থাকেন, তাহলে এর খুঁটিনাটি নানা দিক সম্পর্কে জানাটা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। দুআ নিয়ে সাধারণের মাঝে অনেক কৌতূহল।

- দুআ কী? দুআর উপকারিতা কী?
- দুআর আলাদা বৈশিষ্ট্য কী?
- দুআ করার সময় আমাদের আদবকেতা কেমন হওয়া চাই?
- কারও কারও দুআর মাধ্যমে পাওয়া সাড়া কেন চোখে দেখা যায়?
- আবার কারও কারও সাড়া চোখে দেখা যায় না কেন? যেন মনে হয় দুআ কবুল হয়নি!
- কীভাবে আমরা সেই সম্ভাবনা বাড়াতে পারি?
- কী কী কারণে একজনের দুআর সাড়া পাওয়ার পথে বাধা তৈরি হয়?
- সবকিছু যদি তাকদিরে পূর্ব থেকেই লেখা থাকে, তাহলে দুআ করে আর কী হবে? যা হওয়ার তা তো হবেই। দুআ করলেও হবে, না করলেও হবে, তাই না?

আমি এ বইতে এ ধরনের আরও বহু প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ সম্পর্কে বহু বই থাকলেও সবিনয়ে বলতে চাই, সেগুলোর কোনোটিই যথেষ্ট নয়। বেশিরভাগ বইতে দুআর আদবকেতা নিয়ে বলা হয়। একজন মুসলিমের জীবনে দুআর গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা থাকে না। আর ঠিক এজন্যই এমন একটি বই লেখার তাড়না অনুভব করেছি। আশা করি, সামগ্রিক ধারণাসংবলিত এ বইটিতে দুআ সম্পর্কিত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকবর্গ স্বচ্ছ ধারণা পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

উচ্চমার্গীয় বিভিন্ন বিষয় বা কঠিন ধারণাগুলো নিয়ে অপ্রয়োজনে বেশি কথা বলিনি। তবে জরুরি ও ঘোলাটে বিষয়গুলো তাই বলে এড়িয়ে যাইনি। কাউকে দুআর নানা বিষয়ে পণ্ডিত বানানো এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়; বরং আমি চেয়েছি প্রতিদিন আমরা যেসব দুআ করি, সেগুলো থেকেই যেন বাস্তবিক কিছু ফায়দা হাসিল করতে পারি। যেসব সাধারণ মানুষ দুআ সম্পর্কে জেনে-বুঝে আরও ভালো করে আল্লাহর ইবাদাত করতে চান, এ বইটি তাদের জন্য; কোনো আলিমের জন্য নয়। এজন্য বইয়ের অধ্যায়গুলো বেশি বড়ো নয়। কুরআন-হাদিসের কিছু ভাষ্য এবং সে সম্পর্কে আলিমদের কিছু কথা উদ্ধৃত করে প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাখ্যা করেছি।

বইটি আমার কোনো মৌলিক গবেষণা নয়। দুআ সম্পর্কে আমি যেসব অসাধারণ বইপত্র পড়েছি, সেগুলো থেকে সংকলন করেছি মাত্র। একজন পাঠক আসলে এখানে নিচের বইগুলো থেকে পাওয়া তথ্যের সমারোহ পাবেন–

- আদ-দুআ মাফহুমুহ, আহকামুহ, আখতা তাকাউ ফিহি :
  মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম হামাদ (টীকা ও সম্পাদনা : ইমাম আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ)
- তাসহিহুদ-দুআ : বকর আবু জাইদ
- আদ-দুআ ওয়া মানজিলাতাহু মিনাল আকিদাতুল ইসলামিয়্যাহ :

ড. জিলান রুসি

- শুরুতুদ-দুআ ওয়া মাওয়ানিউল-ইজাবা : শাইখ সাইদ কাহতানি
- আদ-দুআ : আবদুল্লাহ খুদাইরি
- কিতাবুদ-দুআ : হুসাইন আওয়ায়িশাহ
- আন-নুবাজুল-মুসতাতাবাহ ফিদ-দাওয়াতিল-মুসতাজাবাহ : সালিম হিলালি

এ বইয়ের কিছু কিছু অংশ ওপরের বইয়ের ভাবগুলো থেকে নিজের মতো করে লেখা। এখানে এ কথাটি বলে নিলাম; কারণ, প্রত্যেকবার আমি তথ্যসূত্র উল্লেখ করিনি। এ বইগুলোসহ অন্য আরও যেসব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি, সেগুলোর বিস্তারিত বইটির শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে পাবেন। বিশেষ সাহায্য নিয়েছি মানুষের আত্মার চিকিৎসক, আধ্যাত্মিক অসুখ এবং তা প্রতিকারের হেকিম ইবনুল কায়্যিম-এর নিকট থেকে। পাদটীকায় এগুলো উল্লেখ করা আছে।

অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দোষত্রুটিমুক্ত নন। এজন্য কোনো ভুল পেলে বা গঠনমূলক পরামর্শ থাকলে, তা আমাকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। আমার ইমেইল : yqadhi@hotmail.com

এখন আমার নিজের দু-একটা কথা বলি আপনাদের।

বইটা লেখার সময় আমি নিজেই মারাত্মক একটা সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। নিজের দুরাবস্থা কাটানোর জন্য একের পর এক দুআ করে যাচ্ছি। মনে মনে ভাবছি, কোনো অলৌকিক সমাধান এসে যদি আমার এই পরিস্থিতি বদলে দিত!

বইয়ের কাজ তখন প্রায় শেষের দিকে। কমপিউটারের সামনে বসে একমনে টাইপ করে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা ফোন এলো। স্বপ্নেও ভাবিনি, কখনো এখান থেকে আমার কাছে ফোন আসবে! ওপাশ থেকে জানাল, আমার জীবনে সত্যিই এক অলৌকিক সমাধান এসে হাজির। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহর জন্য এ ধরনের কাজ আসলেই কঠিন কিছু না। তিনি তো শুধু বলেন– 'হও' আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

আশা করি, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো কেবল কিছু তথ্য-বোঝাই পৃষ্ঠার তাক হবে না। আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দেয় না, এমন সব শুকনো কথার গুদামঘর হবে না। বইটি লেখার সময় যে আবেগ আর উচ্ছ্বাস আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল, দুআ করি সেই একই আবেগ আর উচ্ছ্বাস যেন আপনার হৃদয়কেও ছুঁয়ে দেয়। কুরআন-সুন্নাহর বাণীগুলো পড়ার সময় যেন মনে হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলছে। দুআ করি বইটি যেন আপনাকে আল্লাহর আরও সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। দেখিয়ে দেয় আপনার নিজের ঘাটতি আর অসহায়ত্ব। বুঝিয়ে দেয় রহমান-রাহিম আল্লাহর শক্তি আর কল্যাণ।

ইয়াসির ক্বাদি
মদিনা

সূচিপত্র

কিছু বুনিয়াদি বিষয় ২১
০১. দুআর অর্থ ২১
০২. দুআ এক ধরনের ইবাদাত ২২
০৩. দুআর সাথে মানুষের বিশ্বাসের সম্পর্ক ২৩
০৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ ২৫

দুআর ধরন ৩১
০১. দুআর প্রকৃতির নিরিখে ৩১
০২. চাওয়ার প্রকৃতির নিরিখে ৩৩
০৩. দুআকারীর প্রকৃতির নিরিখে ৩৪
০৪. চাওয়ার ধরনের নিরিখে ৩৭

দুআর মর্যাদা ও ফায়দা ৩৯
০১. আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে মহৎ কাজ ৩৯
০২. দুআ সেরা ইবাদাত ৪০
০৩. দুআ ঈমানের লক্ষণ ৪০
০৪. দুআ করা মানে আল্লাহকে মানা ৪০
০৫. আল্লাহ দুআকারীর নিকটে ৪১
০৬. দুআর কারণে আল্লাহ মানুষের প্রতি খেয়াল করেন ৪১
০৭. দুআ আল্লাহর বদান্যতার নিদর্শন ৪২

০৮. দুআ বিনয়ের লক্ষণ ৪৩
০৯. দুআ আল্লাহর রাগকে সরিয়ে দেয় ৪৪
১০. জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতির মাধ্যম দুআ ৪৫
১১. দুআ ছেড়ে দেওয়া আলসেমির আলামত ৪৫
১২. কেবল দুআই বদলাতে পারে তাকদির ৪৬
১৩. চলমান কোনো দুর্দশাও বদলাতে পারে দুআ ৪৬
১৪. দুআ বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক ৪৭
১৫. দুআ আল্লাহর প্রিয় ৪৮
১৬. দুআ বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য ৪৮
১৭. দুআর পুরস্কার সুনিশ্চিত ৪৮
১৮. বিজয়ের অনুঘটক দুআ ৪৯
১৯. দুআ ভ্রাতৃত্ববোধের লক্ষণ ৫০
২০. দুর্বল আর অত্যাচারিতের হাতিয়ার ৫০
২১. সকল রোগের ওষুধ ৫১
২২. দুআ মানুষকে আশাবাদী করে ৫২
২৩. স্রষ্টার সঙ্গে নতুন সম্পর্ক ৫২
২৪. সহজ ইবাদাতগুলোর মধ্যে অন্যতম ৫৪

দুআর কিছু শর্ত ৫৫

০১. দুআ মঞ্জুর করেন শুধু আল্লাহ ৫৬
০২. শুধু আল্লাহর তরে দুআ ৫৬
০৩. সঠিকভাবে উসিলা ৫৮
০৪. ধীরস্থিরতা ৫৮
০৫. ভালো কিছুর প্রার্থনা ৫৯
০৬. ভালো উদ্দেশ্য ৬০
০৭. মনোযোগী মন ৬০
০৮. হালাল রিজিক ৬১
০৯. নবির প্রতি দরুদ ৬২

১০. অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে দুআ ৬৩

দুআর আদবকেতা

৬৬
০১. আল্লাহর তারিফ এবং নবির প্রতি দরুদ ৬৬
০২. আল্লাহর মহান মহান নাম ধরে আর্জি ৬৭
০৩. দুহাত জড়ো করে তোলা ৬৮
০৪. কাবার দিকে মুখ ফেরানো ৭১
০৫. অজু ৭১
০৬. চোখের পানি ফেলা ৭২
০৭. আল্লাহর থেকে সর্বোত্তম কিছু চাওয়া ৭৩
০৮. বিনয় ও ভয় রেখে দুআ ৭৬
০৯. শুধু আল্লাহর কাছে অভিযোগ ৭৭
১০. নীরবে দুআ ৭৮
১১. নিজের পাপ স্বীকার ৮০
১২. কাকুতি-মিনতি ৮২
১৩. দুআর ব্যাপারে প্রত্যয়ী ৮২
১৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির যুৎসই ব্যবহার ৮৩
১৫. দুআ করুন তিনবার ৮৩
১৬. অল্পকথায় বেশি বোঝায় এমন দুআ ৮৪
১৭. নিজেকে দিয়ে দুআ শুরু ৮৬
১৮. সব মুসলিমের জন্য দুআ ৮৮
১৯. আমিন বলা ৮৯
২০. সবসময় দুআ করা ৯১
২১. যেকোনো বিষয় আল্লাহর কাছে চান ৯২
২২. চান প্রাণ খুলে ৯২

২৩. দুআ কবুলের অনুকূল পরিস্থিতিতে চাওয়া ৯৩
২৪. দুআ কবুলের অনুকূল সময়ে চাওয়া ৯৩

দুআর সময় যা করা ঠিক নয় ৯৪

০১. দুআয় কবিতার ব্যবহার ৯৪
০২. দুআতে বাড়াবাড়ি ৯৫
০৩. নিরাশ ৯৭
০৪. শুধু দুনিয়াবি দুআ ৯৮
০৫. আল্লাহর নাম ও বিশেষত্বকে ভুলভাবে ব্যবহার ৯৮
০৬. শাস্তি কামনা ৯৯
০৭. নিজের ও পরিবারের বিরুদ্ধে দুআ ১০০
০৮. অভিশাপ ১০০
০৯. আল্লাহর দয়া সংকুচিত করে চাওয়া ১০২
১০. মৃত্যুকামনা করে দুআ ১০২
১১. খারাপ কিছুর দুআ; তাড়াহুড়ো ১০৪
১২. সালাতে দুআ করার সময় ওপরে তাকানো ১০৫
১৩. আর কিছু চাইব না ১০৫
১৪. দুআ দিয়ে আল্লাহকে পরীক্ষা ১০৬
১৫. শয়তানির উদ্দেশ্যে দুআ ১০৬
১৬. দুআর শব্দমালায় ভুল ১০৬
১৭. দুআর বেলায় অন্যের ওপর অতি নির্ভরতা ১০৭
১৮. বিলাপ করে কান্নাকাটি ১০৭
১৯. সমবেত দুআ অতিরিক্ত লম্বা করা ১০৭
২০. ইমাম সাহেবের কেবল নিজের জন্য দুআ ১০৮

দুআ করার সুবর্ণ সময় ১০৯

০১. রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগ ১০৯
০২. রাতের এক বিশেষ মুহূর্ত ১১১
০৩. আজানের সময় ১১১
০৪. আজান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় ১১১

০৫. সালাতের সময় ১১২
০৬. সিজদার সময় ১১৩
০৭. সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের সময় ১১৪
০৯. সালাত শেষ হওয়ার আগে ১১৫
১০. সালাত শেষে দুআ ১১৫
১১. লড়াইয়ের ময়দানে ১১৬
১২. শুক্রবারের বিশেষ এক মুহূর্ত ১১৭
১৩. রাতে ঘুম ভাঙলে ১১৭
১৪. অজু করার পর ১১৮
১৫. জমজমের পানি পানের আগে ১১৮
১৬. রামাদান মাসে ১১৯
১৭. কদরের রাতে ১১৯
১৮. কাবার ভেতরে ১২০
১৯. সাফা-মারওয়াতে ১২১
২০. জামারাতে পাথর ছোড়ার পর ১২১
২১. আরাফাতের দিনে ১২১
২২. জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ১২২
২৩. রোগী দেখার সময় ১২২
২৪. মৃত্যুর সময় ১২২
২৫. বৃষ্টির সময় ১২৩
২৬. জোহরের আগে ১২৩
২৭. মোরগের ডাক ১২৪

দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি ১২৫

০১. নিপীড়িত মানুষের দুআ ১২৫
০২. সংকটময় পরিস্থিতিতে ১২৮
০৩. যেকোনো বিপদে ১২৯
০৪. সফরকারীর দুআ ১২৯
০৫. সন্তানের জন্য বাবার এবং বাবার জন্য সন্তানের দুআ ১৩০

০৬. বাবা-মায়ের জন্য সন্তানের দুআ ১৩১
০৭. সিয়াম পালনকারী ১৩১
০৮. কুরআন তিলাওয়াতকারী ১৩২
০৯. হজ, উমরা ও জিহাদের সময় ১৩২
১০. কারও অনুপস্থিতিতে দুআ ১৩৩
১১. আল্লাহকে সদা-স্মরণকারী ১৩৪
১২. ন্যায়পরায়ন শাসক ১৩৪

যেসব বিষয় দুআ কবুলের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় ১৩৫
০১. আন্তরিকতা ১৩৫
০২. আল্লাহর কাছে সেরা কিছু প্রত্যাশা ১৩৬
০৩. উত্তম কাজ (আমলে সালিহ) ১৩৮
০৪. বাবা-মায়ের অধিকার পূরণ ১৩৯
০৫. সবসময় দুআ ১৩৯
০৬. ফরজ ইবাদাতের পর বেশি বেশি নফল ইবাদাত ১৪০
০৭. তাওবা ১৪১
০৮. বিনয়ী আচরণ ১৪২
০৯. পবিত্রস্থানে দুআ ১৪২

দুআ কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা ১৪৪
০১. হারাম আয়-রোজগার ১৪৪
০২. পাপাচার ১৪৬
০৩. সদুপদেশ দেওয়া ছেড়ে দেওয়া ১৪৬
০৪. দুআ কবুলে তাড়াহুড় করা ১৪৭
০৫. দুআ করতে ক্লান্তি ১৪৮
০৬. হারাম কিছু চাওয়া ১৪৮
০৭. দুশ্চরিত্র নারীর স্বামী, সাক্ষী না রেখে ঋণদাতা এবং বোকা লোককে অর্থ সাহায্য দানকারী ১৪৮
০৮. দুআর আদবকেতা না মানা ১৪৯

দুআ কবুলে দেরি হওয়ার কারণ ১৫১
০১. আসল মালিক আল্লাহ ১৫২

০২. আল্লাহর ওপর আমাদের কোনো কথা চলবে না ১৫২
০৩. সাড়ায় দেরি হওয়াটা পরীক্ষা ১৫৪
০৪. আল্লাহ মহা জ্ঞানী ১৫৪
০৫. প্রার্থিত জিনিস খারাপও হতে পারে ১৫৫
০৬. আমাদের পছন্দের চেয়ে আল্লাহর পছন্দ নিঃসন্দেহে সেরা ১৫৬
০৭. মানুষ তার দুআর ফলাফল সম্পর্কে জানে না ১৫৭
০৮. কষ্ট মানুষকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় ১৫৮
০৯. অপছন্দের জিনিসেও কল্যাণ থাকে ১৫৮
১০. আত্মজিজ্ঞাসা ১৫৯
১১. হয়তো এরই মধ্যে কবুল হয়ে গেছে অন্যভাবে ১৬০
১২. দুর্বল দুআ ১৬০
১৩. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির নিদর্শন ১৬০
১৪. ইবাদাতের পূর্ণতা ১৬১
১৫. উপসংহার ১৬৪

দুআর কিছু অনুমোদিত বিষয় ১৬৭

০১. শুধু অন্যের জন্য দুআ ১৬৭
০২. চরম পরিস্থিতিতে মৃত্যু কামনা ১৬৭
০৩. অমুসলিমদের পক্ষে-বিপক্ষে দুআ ১৬৮
০৪. ধার্মিক কোনো ব্যক্তিকে দুআর অনুরোধ ১৬৯

তাওয়াসসুল (উসিলা) ১৭০

০১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির উসিলায় ১৭১
০২. আল্লাহর অনুগ্রহের উসিলায় ১৭২
০৩. কঠিন পরিস্থিতির উসিলা ১৭৩
০৪. ভালো কাজের উসিলা ১৭৪
০৫. দুআর সম্ভাব্য ভালো ফলের উসিলা ১৭৭
০৬. জীবিত মানুষকে দুআ করতে বলা ১৭৮

দুআর সাথে তাকদিরের সম্পর্ক ১৮৩

দুআর বিবিধ বিষয়াবলি ১৮৭

০১. আল্লাহ যে জাগতিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে তার প্রমাণ ১৮৭

কিছু বুনিয়াদি বিষয়

০১. দুআর অর্থ

দুআ শব্দটি বিশেষণ। এর মূল শব্দ, দা'আ। এর মানে কাউকে ডাকা, তলব করা।[৩]

শব্দটি কুরআনে একেক সময়ে একেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো দুআ অর্থ ইবাদাত। যেমন–

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ.

'আল্লাহ বাদে আর বাকি যা কিছু তোমাদের কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না, তাদের ডেকো না।' [কুরআন, ১০ : ১০৬]

আবার কখনো দুআ অর্থ এসেছে সাহায্য-প্রার্থনা। যেমন–

وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

'আল্লাহ বাদে তোমাদের যদি আর কোনো সাক্ষী থাকে, তো ডাকো তাদের।' [কুরআন, ২ : ২৩]

কখনো মিনতি হিসেবে–

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

'আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' [কুরআন, ৪০ : ৬০]
দুআ কখনো এসেছে ডাকা অর্থে [১৭ : ৫২], কখনো প্রশংসা [১৭ : ১১০], কথা [১০ : ১০], কখনো-বা প্রশ্ন অর্থে [২ : ৬৮]।

এ ছাড়াও আরও বেশ কিছু অর্থে দুআ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

---

৩. ইবনু মানজুর, লিসানুল-আরাব, ১৪/২৫৮। আরও দেখুন হ্যাঙ্গ-ওয়েরে, পৃষ্ঠা ২৮২।

ইসলামি পরিভাষা হিসেবে আমাদের আলিমগণ দুআর বেশ কিছু সংজ্ঞা দিয়েছেন। অধিকাংশ আলিমের কথাগুলো মোটের ওপর কাছাকাছি।

খাত্তাবি বলেছেন—

> 'দুআ মানে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা। অবিরাম তার সহযোগিতা চাওয়া। এর মূল কথা আল্লাহর কাছে নিজের অসহায়ত্ব মেলে ধরা। কোনো কিছু বদল করার শক্তি-সামর্থ্য যে তার নেই, দুআ তা দেখিয়ে দেয়। এটি দাসত্ব-বন্ধনের নিশানা। এর মাঝেই স্রষ্টার অধীনস্থ থাকার অনুভূতি। দুআ শব্দটি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসাও বোঝায়। তাঁর বদান্যতা ও মহানুভবতার পরিচয় দেয়।'[৪]

ইবনুল কায়্যিম বলেছেন—

> 'দুআ মানে কল্যাণকর কিছুর প্রার্থনা। ক্ষতিকর কিছু সরিয়ে ফেলা বা তাড়িয়ে দেওয়ার আকুতি।'[৫]

০২. দুআ এক ধরনের ইবাদাত

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন—

ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

> 'আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। অহংকারবশে যারা আল্লাহর ইবাদাত করে না, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে ঢুকবে।' [কুরআন, ৪০ : ৬০]

এখানে আল্লাহ আমাদেরকে হুকুম করছেন আমরা যেন তাঁর কাছে চাই, আকুল আবদার করি। যারা আল্লাহর কাছে চায় না, তাদের তিনি অহংকারী বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, দুআ এক ধরনের ইবাদাত। আর আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ তা আরও স্পষ্ট করে বলে গেছেন, দুআ হলো ইবাদাত।[৬] এ কথাটি বলে তিনি ওপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

দুআ কেবল ইবাদাতের একটি ধরন নয়; বরং অন্যতম এক ইবাদাতের নাম। আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সেরা উপায়গুলোর একটি।

একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গোটা দ্বীনের সঙ্গে দুআকে তুলনা করেছেন—

هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۗ.

---

৪. শা'নুদ-দুআ, পৃষ্ঠা : ৪।

৫. বাদা'ইউল-ফাওয়া'ইদ, ৩/২।

৬. আহমাদ, সুনান চতুষ্টয়; সহিহ। সহিহুল-জামি : ৩৪০৭।

'তিনি চিরজীবী। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। দ্বীনকে তাঁর প্রতি নিবেদিত করে কেবল তাঁকেই ডাকো।' [কুরআন, ৪০ : ৬৫]

গোটা দ্বীনের সঙ্গে দুআ বাদে আর কোনো ইবাদাতের তুলনা করা হয়নি। আর কোনো কিছুকে ইবাদাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, দুআকে ইবাদাত প্রমাণে এত কথা কেন বলছি? কারণ, দুআ যদি এক ধরনের ইবাদাত হয়, তাহলে দুআ করার পদ্ধতি ও ধরণ অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। সালাত-সিয়ামসহ অন্যান্য সব ইবাদাতের বেলায় কোনো মানুষ যেমন নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী যা খুশি তা করার এখতিয়ার রাখেন না, দুআর বেলাতেও তাই।

০৩. দুআর সাথে মানুষের বিশ্বাসের সম্পর্ক

দুআর সাথে একজন মানুষের আকিদা-বিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক।[৭] কারও ঈমান বাড়ানো এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলির সমাদরের জন্য দুআ অন্যতম সেরা উপায়। দুআ মানুষের স্বাভাবিক অক্ষমতা, আল্লাহর অসীম ক্ষমতা যেন টলটলে পানির নিচে স্বচ্ছ মাটির মতো দেখিয়ে দেয়।

বেশ কিছু কারণে দুআ মানুষের ঈমান বৃদ্ধির কারণ। দুআর সময় মানুষ বুঝতে পারে, তার চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। নিজের ভালো বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা তার নেই। সে বোঝে, এই জীবনে মহান প্রভুর প্রয়োজনীয়তা কত বেশি। যে আন্তরিকভাবে দুআ করে, সে বিশ্বাস করে আল্লাহ তার দুআ অবশ্যই শুনছেন। তিনি এতে সাড়া দেবেনই। সে আল্লাহ অসীম দয়া, দানশীলতা আর মহানুভবতার স্বীকৃতি দেয়। যে মানুষ যত বেশি আল্লাহর সামনে তার দৈন্যদশা উপলব্ধি করবে, তত বেশি তার ঈমান বাড়বে। যত বেশি সে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির কদর বুঝবে, উপলব্ধি করবে হৃদয় দিয়ে, তত বেশি তার ঈমান মজবুত হবে।

দুআ করা মানে আল্লাহর প্রতি তার ঈমান আছে। এর মানে সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। সে স্বীকার করে, কেবল আল্লাহই তার সব কথা শোনেন। সব দুআর জবাব দেন। দুআর মাধ্যমে একজন মানুষ পরোক্ষভাবে তাওহিদের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়।[৮] কীভাবে?

আল্লাহর কাছে দুআ করার মানে কেউ পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, আল্লাহ আছেন। তিনি সত্যিই তার প্রভু, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। কেননা, এই দুআতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারও

---

[৭]. এ বিষয়ে এ বইতে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ নেই। আগ্রহী পাঠকগণ আল-আরুসির অভিসন্দর্ভ দেখতে পারেন।

[৮]. তাওহিদ মানে আল্লাহর অস্তিত্ব ও প্রভুত্বের একত্বের স্বীকৃতি। আরবিতে একে বলে তাওহিদরুর-রুবুবিয়্যা। আল্লাহর নাম ও গুণাবলির অনন্যতার স্বীকৃতি। আরবিতে তাওহিদুল-আসমা ওয়াস-সিফাত এবং ইবাদাতে তাঁর একচ্ছত্র অধিকারের স্বীকৃতি। আরবিতে তাওহিদুল- উলুহিয়্যা। ইসলামের মূল বার্তা তাওহিদ। তাঁর সব নবি-রাসূল এই বার্তাই ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, এক, ড. বিলাল ফিলিপস (সিয়ান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৩)।

নেই। দুআকারী স্বীকার করে নিচ্ছেন, সবকিছুর লাগাম তাঁর হাতে। তিনি গোটা সৃষ্টিজগতের প্রভু। আর এ সবই তাওহিদের মূল কথা। একজন অমুসলিম যখন নানান বিভ্রান্তিকর নামে আল্লাহকে ডাকে, তখন তারাও কিন্তু ওপরের কথাগুলোর স্বীকৃতি দেয়। হয়তো এ কারণে তারা কখনো কখনো দুআর সাড়াও পেয়ে থাকে। দুআর সাড়া প্রদানের বিষয়টি তাওহিদুর-রুবুবিয়্যা বা প্রভুত্বের বেলায় নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর একত্বকে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কুরআনে অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন, মুমূর্ষু সময়ে অবিশ্বাসীরাও আল্লাহকে ডাকে। কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাসনায় ফিরে যায়। আসল কথা হচ্ছে, কাফির-মুসলিম যার দুআই কবুল হোক, তা আল্লাহই করেন; ভগবান, যিশু বা অন্য কেউ নয়। তবে একজন মুসলিমের দুআর সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, একজন কাফির আল্লাহ বাদে আরও অনেক কিছুকে ডাকে। কিন্তু একজন মুসলিম শুধু আল্লাহকেই ডাকে। একজন কাফির কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে ঠেকে গিয়ে আল্লাহকে ডাকে। কিন্তু একজন মুসলিম সদা-সর্বদা আল্লাহকে ডাকে।

আল্লাহ কোনো কাফিরের দুআয় সাড়া দিচ্ছেন মানে এই না যে তিনি তার প্রতি খুশি বা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। বরং এখান থেকে বোঝা যায় মুসলিম-অমুসলিম নির্বেশেষে মহান আল্লাহ সকলের প্রভু। তিনি আর-রাহমান। সবার জন্য দয়াময়। তিনি মুসলিমদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে দয়া করেন। সেই দয়ার কিছু ভাগ দুনিয়াতে কাফিরদেরও দেখান। এই দয়াটুকু না থাকলে কোনো অবিশ্বাসী দুনিয়াতে এক লোকমা খাবার বা এক ফোঁটা পানিও পেত না। ঠিক এই দয়াটুকুর কারণেই কোনো অবিশ্বাসী যখন কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে কিছু চান, তখন আল্লাহ তার সে ডাকে সাড়া দেন।

আল্লাহর কাছে দুআ করার অর্থ তাঁকে বাদে আর কারও ইবাদাত করা যাবে না। একমাত্র তিনিই আমাদের সব ইবাদাত-আরাধনার অধিকার রাখেন। সব সৃষ্টির ওপর যদি তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকে, যদি কেবল তিনিই দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, তাহলে শুধু তিনিই আমাদের যাবতীয়, উপাসনা-অর্চনার হকদার।

আগেই বলেছি, দুআ আল্লাহর সব নাম ও বিশেষত্বের স্বীকৃতি দেয়। সাত সাগরতলেই থাকুন কিংবা মঙ্গলগ্রহে; আল্লাহ আপনার প্রতিটি বিনম্র আকুতি শুনতে পান। কোথায় কী অবস্থায় আছেন, তা ঠিকই বোঝেন তিনি। আপনার দুরবস্থা আপনার চেয়ে বেশি ভালো জানেন আল্লাহ। আপনি যা চাচ্ছেন, তা দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ও চূড়ান্ত এখতিয়ার কেবল তাঁর আছে।

০৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ

ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি, এটা মোটামোটি পরিষ্কার যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে দুআ করা যাবে না। আমাদেরকে দুআর গতি-প্রকৃতি শিখিয়ে আল্লাহ বলছেন–

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْ رَبِّيْ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا.

'বলো, আমি শুধু আমার প্রভুকে ডাকি। তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করি না।' [কুরআন, ৭২ : ২০]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ করা খাঁটি শিরক। তাওবা করে ফিরে আসা ছাড়া এই অপরাধ আল্লাহ কক্ষনো ক্ষমা করবেন না।

এই অপরাধ কেন এত মারাত্মক?

কেউ যখন আল্লাহ বাদে অন্য কারও কাছে দুআ করে, এর মানে সে তখন আল্লাহর কিছু গুণাবলি তাঁর সৃষ্টির প্রতি আরোপ করছে। সে যখন কোনো অলি-পির, কোনো পাথর বা মূর্তির কাছে দুআ করে, সে বিশ্বাস করে, এরা তার কথা শোনে, এরা চিরজীবী। এদের সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এরাও তার ওপর দয়া করতে পারে, তার কামনা পূরণ করতে পারে। অথচ এগুলো সব গুণাবলি কেবলই আল্লাহর। শুধু আল্লাহ সব শুনতে পারেন, এমনকী আমাদের যেসব চিন্তা আমরা মনে মনে রাখি, আল্লাহ সেগুলোও জানেন। শুধু তিনি আমাদের হাল-হাকিকত অনুপুঙ্খভাবে জানেন। আমাদের দুআ পূরণের সব সামর্থ্য আছে কেবল তাঁর। তাঁকে ছাড়া আর যাদের ডাকা হয়, তাদের বাস্তবতা উল্লেখ করে আল্লাহ বলছেন—

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ.

'তোমরা তাদের ডাকলেও তারা তোমাদের ডাক শোনে না। আর যদি শুনতও, তবু তোমাদর ডাকে সাড়া দিতে পারত না। তোমরা যে তাদের ডেকেছিলে, কিয়ামাতের দিন তা তারা বেমালুম অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহর মতো করে কেউ তোমাকে সব জানাতে পারবে না।' [কুরআন, ৩৫ : ১৪]

কাজেই আল্লাহ ছাড়া যে-মূর্তি বা মৃত বুজুর্গদের ডাকা হচ্ছে, তারা কেউ এ ধরনের কোনো দুআ প্রথমত শুনতেই পারে না। আল্লাহর মতো করে তাদের সবকিছু শোনার ক্ষমতা নেই। তারা যদি জীবিত হয়, যদি শোনার ক্ষমতা তাদের থাকেও, তবু সেটা খুবই সীমিত। জোরে জোরে কথা বললে নির্দিষ্ট কিছু দূর থেকে তারা শুনতে পারবে। এর বেশি না। এমন সীমিত শ্রবণশক্তির কাউকে কি 'আস-সামি' (যিনি সব শোনেন) আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করা চলে? এরা যদি কারও ডাক শোনেও, তা পূরণ করার সামর্থ্য তাদের নেই। এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন—

يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيْدُ. يَدْعُوْ لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ.

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন উপাস্যদেরকে ডাকে যারা না তার ক্ষতি করতে পারে, না কোনো উপকার। এটা চরমমাত্রার বিভ্রান্তি। সে এমন কাউকে ডাকছে, যার উপকারের চেয়ে অপকার অনেক কাছে। কী নিকৃষ্ট অভিভাবক, কী নিকৃষ্ট বন্ধু!' [কুরআন, ২২ : ১৩]

তাহলে বলা যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বাদে অন্য যা কিছুকে মানুষ ডাকে, তা দুনিয়াতে কারও কোনো উপকার-অনুপকার করতে পারে না। এগুলো সরাসরি তার কোনো ক্ষতি না করলেও, একজন মানুষ তাদেরকে ডেকে ডেকে শিরক করে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছেন। এর চেয়ে বাজে আর মূর্খামিপূর্ণ কাজ আর কী আছে? এ ধরনের কাজকে আল্লাহ কী বলছেন দেখুন–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَه اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ.

'আল্লাহ বাদে যে অন্যদের ডাকে, যারা কিনা কিয়ামাত চলে এলেও কোনো সাড়া দিতে পারবে না, তার চেয়ে অধিক পথহারা আর কে আছে? এমনকী এরা তো জানেও না যে এদের ডাকা হচ্ছে!' [কুরআন, ৪৬ : ৫]

আল্লাহ বাদে যাদের ডাকা হয়, তারা জানেই না যে তাদের ডাকা হচ্ছে। আর জানলেও ডাকতে ডাকতে কিয়ামাত চলে আসত, তবু কিছু হতো না।

দিশেহারা লোকেরা কেমন তা তুলে ধরে আল্লাহ বলেছেন–

قُلْ اَنَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَه اَصْحَابٌ يَدْعُوْنَه اِلَى الْهُدٰى ائْتِنَا قُلْ اِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدٰى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'ওদের বলো, যারা আমাদের কোনো ভালো করতে পারে না, ক্ষতি করতে পারে না, আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ডাকব? যেখানে আল্লাহ আমাদের পথ দেখিয়েছেন, সেখানে কি আমরা আবার পিঠ দেখাব জমিনের বুকে শয়তান চালিত সেই বিভ্রান্ত, সংশয়ীর মতো? অথচ তার সঙ্গীরা সঠিক পথের দিকে ডেকে বলছে, আমাদের দিকে এসো। বলো, আল্লাহর দিকনির্দেশই একমাত্র দিকনির্দেশ। আমাদের আদেশ করা হয়েছে সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর কাছে নিজেদের সঁপে দিতে।' [কুরআন, ৬ : ৭১]

কাজেই, কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে কোনো কিছুর জন্য দুআ করেন, তাহলে তিনি সবচেয়ে জঘন্য শিরকে নিজেকে জড়ালেন।

এ ধরনের শিরকের বৈধতা প্রমাণে যেসব অজুহাত আর বিকৃত যুক্তি তুলে ধরা হয়, সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক। নতুন কোনো নাম দেওয়ার কারণে কোনো কাজের বাস্তবতা পালটে যায় না। এজন্য

দেখবেন কেউ তাদের এহেন কাজের দোহাই দিয়ে বলছেন, তারা পবিত্র ব্যক্তিদের কাছে চাইছেন। কেউ তাদের শিরককে জায়েজ করার জন্য শাফায়াত বা সুপারিশের ধারণা টেনে আনছেন। কেউ তাবাররুক বা কোনো জিনিসের কল্যাণ সন্ধানের সঠিক বুঝটাকে গুলিয়ে ফেলছেন। কেউ-বা আবার নিজেদের শিরকের সমর্থনে তাওয়াসসুল বা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একটি মাধ্যম-এই ধারণার অপব্যবহার করছেন। যিনি যে নাম বা তরিকার কথাই বলুন না কেন, স্পষ্ট করে জেনে রাখুন–

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

'যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে, এর স্বপক্ষে তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। এর হিসেব কেবল তার প্রতিপালকের কাছে। নিশ্চয়ই যারা কুফুরি করে তারা সফলকাম হবে না।' (কুরআন, ২৩ : ১১৭)

'আল্লাহ বাদে যেকোনো মৃত ব্যক্তি, ফেরেশতা, নবি, পাথর বা মূর্তি, কিংবা অন্য যেকোনো দেবতা-ঈশ্বরকে ডাকাই খাঁটি শিরক। মুসলিমদের বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এ ধরনের শিরক সবচেয়ে জঘন্য হওয়ার কারণ, সবচেয়ে বড়ো ইবাদাতটা এখানে আল্লাহ বাদে অন্যদের জন্য করা হচ্ছে। মূর্তির সামনে মাথা নোয়ানো আর এ ধরনের কাজের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। যারা এমনটি করছেন তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ইসলামের বাইরে ফেলে দিয়েছেন।' [৩০][৯]

শিরকের এ ধরনটি দীঘির পাড়ে স্বচ্ছ জলের মতো স্পষ্ট হলেও বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধুলোর মতোই বহু মুসলিম সমাজে এটি খুব দেখা যায়। নিজেকে মুসলিম দাবি করা, রোজা-নামাজ করা কারও মুখে 'ইয়া আবুদল-কাদির জিলানি, আমাকে রক্ষা করুন'[১০]-এ জাতীয় দুআ শুনে ভিরমি খাওয়ার কিছু নেই। অন্য কেউ হয়তো অমুক তমুক বাবার নাম ধরে বলছেন : 'আমাকে সাহায্য করুন, পথ দেখান, জীবিকার পথ করে দিন, আমার সমস্যা সমাধান করে দিন!' কাউকে হয়তো বলতে দেখবেন, 'ইয়া মুহাম্মাদ ﷺ, আমাকে নেক সন্তান দিন।' তারা বিশ্বাস করেন বুজুর্গ, অলি-আউলিয়াদের ক্ষমতা আছে দুআ কবুলের। মনে করেন, তাদের দুআ আল্লাহ কবুল করবেনই, তাদের সঙ্গে আল্লাহর এমন কোনো চুক্তি আছে।

এ ধরনের শিরকের আরেকটি ভয়াবহ রূপ হচ্ছে মাজার পূজা। বেশ কিছু মুসলিম দেশে এটা খুবই মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। বুজুর্গ, অলি-আউলিয়াদের কবরের ওপর সুসজ্জতি নকশাখচিত গম্বুজ বা কাঠামো নির্মাণ করা হয়। জিয়ারাতের উদ্দেশ্যে বহু দূর থেকে এসব জায়গায় আসা হয়। এ ধরনের গুণকীর্তন সচতুরভাবে শিরকের দরজা খুলে দেয় বলে ইসলামে তা হারাম। আল্লাহর

---

৯. আবু জাইদ, পৃষ্ঠা ২৪৮।

১০. আরও বেশ কিছু সুফি-সাধকের নাম ধরে দুআ করা হয়। হতে পারে এদের অনেকে ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাদের অনুসারীরা যা করে, নিঃসন্দেহে তা বড়ো শিরক।

জন্য হলেও কবরমুখী হয়ে সালাত হারাম। যেখানে কবরের ওপর কাঠামো নির্মাণ, কবর সাজানো, মাজার জিয়ারত, কবর বা মাজারে সালাত আদায়ই হারাম, সেখানে এসব মৃতদের কাছে দুআ করাটা কতটা জঘন্য?

অন্যরা মৃত অলি-আউলিয়াদেরকে মনে করেন মধ্যস্থতাকারী। তাদের বিশ্বাস এদের 'ভায়া' হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ পৌঁছানোর সম্ভাবনা বেশি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, একই কাজ নবিজির সময়ে আরবরা করত। তাদের মূর্তিপূজার পেছনে অজুহাত ছিল, 'আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের জন্যই তারা এ কাজ করছে।' কিন্তু তাদের এসব সস্তা অজুহাত ধোপে টেকেনি। আল্লাহ বলে দিয়েছেন তারা শিরক করছে। তাহলে যারা মৃত অলি-আউলিয়াদের সুপারিশকারী মনে করেন, তারা স্রেফ না জানার কারণে এসব করছেন। ইসলামি শরিয়তের দর্শনে ইবাদাতে 'মধ্যস্থতাকারী' নামক কোনো ধ্যানধারণার জায়গা নেই। ইবাদাত সরাসরি বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক। ইবাদাত হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্য। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো দিকে ইবাদাতের মোড় ঘোড়ানো মানেই শিরক।

দুআ নিঃসন্দেহে অন্যতম ইবাদাত। আর তাই আল্লাহ বাদে অন্য কারও কাছে দুআ করা শিরক। সে দুআ নবি-রাসূল, ফেরেশতা, ধার্মিক ব্যক্তি, কবর, তারা, পাথর– যার কাছেই করা হোক না কেন, শিরক হবে। এগুলো সবকিছু আল্লাহর সৃষ্টি; তারা কোনোভাবেই আল্লাহর সাথে তুলনীয় নয়। সরাসরি তাদের কাছে না করে তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে দুআ করলেও শিরক হবে।[১১]

টীকা : দুআতে মধ্যস্থতা বানানো মানে হচ্ছে এভাবে বলা- 'হে আল্লাহ, অমুকের উসিলায় তুমি আমার দুআটি কবুল করো।' এভাবে উসিলা দিয়ে দুআ করার বৈধতা বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দীর্ঘ মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে একে জায়েজ বলেছেন। সেহেতু প্রার্থনা করা হচ্ছে সরাসরি আল্লাহর কাছেই। অনেকে আবার নাজায়েজ বলেছেন। যেহেতু এটি ধীরে ধীরে শিরকের দিকে নিয়ে যায়, তাই একে সতর্কভাবে পরিহার করাই দাবি। অবশ্য আল্লাহর গুণবাচক নাম বা নিজের কোনো নেক আমলের উসিলায় দুআ করার বৈধতার বিষয়ে সকলেই একমত।

[১১]. শিরক, এর ভয়াবহতা, বিপদ আর ধরন জানতে দেখতে পারেন : Explanation of Shaykh Muhammad ibn 'Abdul Wahhab's Four Principles of Shirk.

দুআর ধরন

দুআ কয়েক রকমের হতে পারে। কে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে করছে, এটা তার ওপর নির্ভর করবে। উল্লেখযোগ্য কিছু শ্রেণিবিভাগের মধ্যে আছে–

০১. দুআর প্রকৃতির নিরিখে

কুরআন-সুন্নাহতে দুই ধরনের দুআ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম ধরনটা আমরা সবাই কমবেশি জানি; দুআ-উল-মাসআলাহ বা সহজ ভাষায় কোনো কিছু চাওয়ার দুআ। কারও কোনো উপকারের জিনিস চাওয়া বা কোনো ক্ষতি দূর করার দুআ হচ্ছে এ ধরনের। যেমন ধরুন কেউ বলছেন, 'আল্লাহ, আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন।'

দ্বিতীয় ধরনের দুআ হচ্ছে দুআ-উল-ইবাদাহ বা ইবাদাতমূলক দুআ। সব ধরনের ইবাদাত মৌলিক অর্থে দুআর মধ্যে পড়ে। আল্লাহর প্রতি একজন বিশ্বাসীর প্রতিটি প্রশংসা জ্ঞাপন, প্রতি রাকাত সালাতের মাঝে লুকিয়ে থাকে একটি আহাজারি, একটি আকুল আবেদন। অন্তরের গহীন থেকে একজন বিশ্বাসীর মনে অনুরণিত হয় : 'আল্লাহ, আমি এ ইবাদাত করছি। কারণ, আপনি সর্বশক্তিমান, মহা প্রতাপশালী। সব ধরনের তারিফের একমাত্র যোগ্য শুধু আপনি। আল্লাহ, আমার এ কাজটি কবুল করে নিন!'

এ কারণে, কেউ যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ বা সুবহানআল্লাহ, তখন এটা দুআ-উল-ইবাদাত-এর মধ্যে পড়বে। একজন মানুষের সালাত, সিয়াম, জাকাত সব এই শ্রেণির দুআ।

উভয় ধরনের দুআ একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রত্যেক প্রার্থনামূলক দুআ এক প্রকারের ইবাদাতমূলক দুআ। আবার প্রত্যেক ইবাদাতমূলক দুআর জন্য আছে প্রার্থনামূলক দুআ। চলুন, বুঝিয়ে বলি।

ধরুন, কোনো মুসলিম বলল, 'আল্লাহ, আমাকে পুণ্যবান সন্তান দান করুন।' এটা খুবই পরিষ্কার একটি প্রার্থনামূলক দুআ। প্রার্থনাকারী ব্যক্তি এখানে কিছু কল্যাণ বা উপকার চাচ্ছেন। এখন আল্লাহর কাছে তিনি যে দুআ করছেন বা কিছু চাচ্ছেন এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ মানুষের দুআ শোনেন। সাড়া দেন। তিনি মানুষের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন, তাকে সন্তানসন্ততি দেন। তিনি চিরজীবী, তিনি জীবনদাতা। তিনি সবচেয়ে করুণাময়। তাঁর বান্দার আবেদনে সাড়া দেন তিনি। একজন ব্যক্তিকে সামান্য এই দুআর জন্য আল্লাহকে নানা সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার প্রয়োজন পড়ছে। কাজেই এই প্রার্থনামূলক দুআর মধ্যে একইসঙ্গে ইবাদাতমূলক দুআও আছে।

ইবাদাতমূলক দুআর স্বতন্ত্র উদাহরণ হচ্ছে : 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' এর মানে, 'আল্লাহ (সাহায্য ও ইচ্ছে) ছাড়া কারও কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।' এটি একটি নিখাঁদ দুআ-উল-ইবাদাহ। এখানে কোনো কিছু চাওয়া হচ্ছে না। তবে এ দুআ করার পরবর্তী আবশ্যিক ধাপ হচ্ছে কেউ এখন আল্লাহর কাছে কিছু চাবে। প্রার্থনামূলক কোনো দুআ করবে। কেউ যখন এই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে আল্লাহর ইচ্ছে ও অনুমতি ছাড়া কারও কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই, তাহলে এখন তাঁর কাছে কিছু চাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে। কাজেই, আমরা বুঝতে পারলাম দুআ-উল-ইবাদাত-এর পর দুআ-উল-মাসআলাহ অবধারিতভাবে আসে।

কুরআন-সুন্নাহতে দুআর মধ্যে আপনারা তিন ধরনের দুআ পাবেন : হয় প্রার্থনামূলক দুআ, না-হয় ইবাদাতমূলক দুআ, অথবা দুইয়ের মিশেল। উভয় ধরনের মিশেলে একটি দুআ হচ্ছে–

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا.

'তোমাদের দুআ না থাকলে আমার প্রভু তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। আর এখন যখন অস্বীকার করেছে তাই, শিগগিরই নেমে আসবে অবধারিত শাস্তি।' [কুরআন, ২৫ : ৭৭]

এখানে দুআ শব্দটি দিয়ে উভয় ধরনের দুআর কথা বলা হয়েছে। আমাদের ইবাদাত, আমাদের প্রার্থনার কারণেই আল্লাহ আমাদের দিকে ফেরেন।

নিচের আয়াতটিতে দুআ শব্দটি দুআ-উল-মাসআলা বোঝাচ্ছে–

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ.

'বিপদগ্রস্থ লোকের ডাকে কে সাড়া দেন?' [কুরআন, ২৭ : ৬২]

নিচের আয়াতটিতে দুআ শব্দটি দুআ-উল-ইবাদাহ বোঝাচ্ছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ.

'হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে একটি উপমা পেশ করা হচ্ছে, মন দিয়ে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই মিলে একত্রিত হলেও সামান্য মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না।' [কুরআন, ২২ : ৭৩]

০২. চাওয়ার প্রকৃতির নিরিখে

দুআ মানেই অন্যের কাছে চাওয়া। অন্য কাউকে ডাকা। তো এখন হতে পারে কেউ আল্লাহকে ডাকছে, আবার হতে পারে কেউ অন্যদেরকে ডাকছে। আবার হতে পারে কেউ ইবাদাতমূলক দুআ আল্লাহর কাছে করছে, কিন্তু প্রার্থনামূলক দুআ করছে আরেকেজনের কাছে। আবার কেউ হয়তো দুটোই এক সত্তার কাছে করছে।

তাহলে আমরা এই নিরিখে চার ধরনের মানুষ পাচ্ছি–

- প্রথমে আছে যারা আল্লাহ বাদে অন্য কারও ইবাদাত করে। সবসময় তাদের উপাসনা করে। তারা আল্লাহকে প্রভু হিসেবে বা উপাসনার যোগ্য একক সত্তা হিসেবে স্বীকার করে না। হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য যেসব ধর্মে আল্লাহ নামে কারও অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, তাদের অনুসারীরা এই শ্রেণিতে পড়বে। প্রার্থনামূলক ও ইবাদাতমূলক উভয় প্রকার দুআ তারা আল্লাহ বাদে অন্যদের কাছে করে।
- দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাঁর ইবাদাতও করে, কিন্তু তাঁর কাছে কখনো কিছু চায় না। তাদের নিজস্ব মনগড়া যুক্তির ওপর ভিত্তি করে তারা কোনো মধ্যস্থতাকারী ধরে আল্লাহর কাছে চায়। তারা চায়, এই মধ্যবর্তী লোকটি তাদের চাওয়া পূরণ করুক। সুফি তরিকাগুলোর মধ্যে প্রান্তিক ধ্যানধারণা লালনকারীরা এ ধরনের আচরণের জন্য কুখ্যাত। তারা মৃত অলি-আউলিয়া বা নবিদের কাছে তাদের প্রয়োজন, প্রার্থনা তুলে ধরে। একটু বিস্তৃত অর্থে তাদের ইবাদাতমূলক দুআ আল্লাহর দিকে হলেও, প্রার্থনামূলক দুআগুলো আল্লাহ বাদে অন্যদের দিকে।
- তৃতীয় শ্রেণিতে আছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাঁর ইবাদাত করে, কিন্তু শুধু চরম প্রয়োজনের সময় তাঁর দারস্থ হয়। মরিয়া অবস্থায় এলে তারা দু ধরনের দুআ নিয়ে আল্লাহ সামনে নত হয়। কিন্তু সুসময়ে তারা আল্লাহ বাদে অন্যদেরকে ডাকে। নবিজির সময়ে এটিই ছিল আরবদের জাহিলি ধর্ম।[১২]
- শেষের শ্রেণিতে আছে আদর্শ মুসলিমগণ। তাদের উভয় ধরনের দুআর একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ। সালাত-সাদকাসহ তাদের সব ইবাদাত কেবল আল্লাহর জন্য। যেকোনো প্রয়োজনে তারা তাঁর ঘাটে ভেড়ে।

---

১২. শিরকের ভয়াবহতা, বিপদ আর ধরন জানতে দেখতে পারেন : Explanation of Shaykh Muhammad ibn 'Abdul Wahhab's Four Principles of Shirk.

০৩. দুআকারীর প্রকৃতির নিরিখে

যারা দুআ করছেন, তাদের প্রকৃতির ভিত্তিতে দুআকে আরও চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণিভুক্ত তারা, যারা উভয় ধরনের দুআ কেবল আল্লাহ তায়ালার কাছে করেন। সত্যিকার মুসলিমরা এ ধরনের। সে আল্লাহর ইবাদাত করে। সে বিশ্বাস করে শুধু এ জন্যই তার সৃষ্টি। ইবাদাতের মাঝে সে আল্লাহর কাছে চায়। না হলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। এভাবে সে দু ধরনের দুআ একত্র করে।

এ ধরনের সমন্বিত দুআর বেশকিছু উদাহরণ কুরআনে আছে। নিচের এ দুআটি আমরা সবাই জানি–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

'আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি। শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই।' [কুরআন, ১ : ৫]

এ আয়াতে ইবাদাতমূলক দুআ ও প্রার্থনামূলক দুআর চমৎকার সমন্বয় পাওয়া যাচ্ছে। বুদ্ধিমান মানুষ উভয় ধরনের দুআ কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে তারা আছে, যারা কোনো ধরনের দুআই আল্লাহর কাছে করে না। তারা আল্লাহর ইবাদাতও করে না। তার কাছে কোনো ব্যাপারে কোনো সাহায্যও চায় না। তারা মিথ্যা উপাস্যের পূজা করে। তাদের কাছে চায়। কখনো কোনো অবস্থাতেই তারা আল্লাহর দিকে ফেরে না। কাজেই তাদের দুনিয়া-আখিরাত দুটোই বরবাদ।

কমিউনিস্ট, নাস্তিক, সংশয়বাদীরাও এই শ্রেণিতে পড়ে। তাদের মতে, যেকোনো লক্ষ্য কেবল পার্থিব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেই অর্জন করা যায়। এভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে তারা আসলে পরোক্ষভাবে সৃষ্টির অর্চনায় ডুব দিয়েছে। মানবজাতির মধ্যে এরা নিকৃষ্ট।

তৃতীয় শ্রেণিতে তারা আছে, যারা ইবাদাতমূলক দুআ আল্লাহ বরাবর করলেও প্রার্থনামূলক দুআ তাঁর কাছে করে না। কোনো অজ্ঞ অথবা বিকৃত বিশ্বাসধারী লোকের পক্ষেই এমনটা করা সম্ভব।

বেখেয়ালি মুসলিমরা দুনিয়ার জালে আজ ভীষণভাবে আটকে আছে। তারা যন্ত্রের মতো সালাত ও সিয়াম আদায় করে যায়, জাকাত দিয়ে যায়; কিন্তু ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকটা হারিয়ে বসে আছে। ভুলে গেছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির সৌন্দর্যকে। তার কাছে ইসলাম হয়ে ওঠে ঘরের টুকিটাকি আর দশটা বিষয়ের মতো। জীবনে এর কোনো অর্থ থাকে না তার। তাদের কাছে কেবল সময়ে সময়ে সামাজিকতা রক্ষার নামই ইসলাম। আপনার অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে নতুন করে ইসলামকে বুঝতে শিখুন। জীবনের মানে নতুন করে ভাবতে শিখুন। আপনার ভুল ধরাণা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নিয়ে চিন্তামগ্ন হোন। তাঁর অসীম ক্ষমতা ও শক্তির কথা উপলব্ধি করুন। তাহলেই নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারবেন। পার্থিব-অপার্থিব জগতের যা কিছুই

করুন না কেন, সবকিছুই আল্লাহর সাহায্যে হচ্ছে। আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণে আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন, তাহলে হাজার করেও কিছু অর্জন করতে পারবেন না।

কিছু মানুষ শুধু ইবাদাতমূলক দুআ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে। আর প্রার্থনামূলক দুআগুলো অন্য তীরে ভেড়ায়। নিঃসন্দেহে এটা অনেক মারাত্মক এক ভুল। বিভ্রান্ত দলগুলোর মাঝে এ ধরনের চর্চা চোখে পড়ে। নিজের কাজকে বৈধ প্রমাণ করতে তারা কুরআন-সুন্নাহর অর্থের ভুল ব্যাখ্যা করে। সুফিদের মধ্যে চরমপন্থি কিছু দলের ভাবনা এমন। এমনকী তাদের অনেকে মনে করে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া নাকি 'পাপ'।

কিছু জাল হাদিসের ওপর ভিত্তি করে তাদের দাবি,[১৩] আল্লাহ যা দেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে; দুআ করে অবস্থা বদলানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

তারা আসলে 'সন্তুষ্টি' কথাটা নিয়ে ভুলের মধ্যে আছে। আল্লাহর তাকদির নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। যা ঘটে গেছে, তা নিয়ে কোনোভাবেই আল্লাহর ওপর রাগ দেখানো যাবে না। এর মানে এই না যে, প্রতিটি ঘটনায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে, বিশেষ করে ঘটনাটি যদি পাপ বা দ্বীনের ক্ষতি সংক্রান্ত হয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, আল্লাহর সকল নবি সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন। কাজেই এ ধরনের সুফিদের বিশ্বাসের সঙ্গে নবিদের বুঝের কোনো মিল নেই।

চতুর্থ শ্রেণিতে তারা আছে, যারা ইবাদাতমূলক দুআ বাদ দিয়ে শুধু প্রার্থনামূলক দুআ করে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু অনুসরণ করে নিজেদের স্বার্থপর খায়েশের। তা পূরণে সবকিছু করে। তারা আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দেয় বটে, কিন্তু আল্লাহ যে সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক এটা তারা বোঝে। যে কারণে নিজেদের স্বার্থ পূরণের জিনিসগুলো ঠিকই আল্লাহর কাছে চায়।

এ ধরনের দুআকারীর এক আদর্শ উদাহরণ শয়তান। আল্লাহর অভিশাপ পিষে ফেলুক ওকে। আত্মগরিমার কারণে জান্নাত থেকে যখন ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়, সে তখন আল্লাহর কাছে এক দুআ ভিক্ষা করেছিল। কিয়ামাত পর্যন্ত যেন আয়ু দেওয়া হয় ওকে। আল্লাহ ওর দুআ কবুল করেছিলেন। অথচ শয়তান খুব ভালো করে জানত, ও এই দুআ করেছে শুধু হিংসা ও ঘৃণাবশত মানুষকে বিপথে নেওয়ার জন্য। তো অহংকারবশে ইবাদাতমূলক প্রার্থনা ছেড়ে দিলেও লোভের বশে প্রার্থনামূলক দুআ ঠিকই করেছিল এই জিনাধম।

সুতরাং যারা পরকালীন জীবনকে রেখে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, তারা হুবহু শয়তানের ভুলটাই কপি করছে।
কুরআনে আল্লাহ বলছেন—

---

[১৩]. এ বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এমন কিছু জাল ও দুর্বল হাদিসের উল্লেখ আছে।

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "আল্লাহ, আমাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনে দিন। পরকালীন জীবনে তাদের কোনো ভাগ নেই।" আবার কেউ কেউ বলে, "আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দিন। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান!" তারা যা অর্জন করেছে তার ভাগ তারা পাবে। আল্লাহ হিসাব-গ্রহণে অতি তৎপর।' [কুরআন, ২ : ২০০-২০২]

০৪. চাওয়ার ধরনের নিরিখে

যে দুআ আমরা করছি, সেটিকেও কয়েকভাবে ভাগ করা যায়।

দুআ হতে পারে ধর্মীয় বিষয়ে। দুআ হতে পারে দুনিয়াবি বিষয়ে। যেমন, কেউ তার ঈমান বাড়াতে আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন। কেউ ভালো ভালো কাজ যেন আরও বেশি করতে পারেন, সেজন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলতে পারেন। কেউ-বা আবার নিজের পাপ মোচনের মিনতি করতে পারেন আল্লাহর কাছে। দুনিয়াবি বিষয়ে দুআর মধ্যে হতে পারে টাকা-পয়সা বাড়ানোর আবেদন, অসুখ-বিসুখ রোধ কিংবা আরও বেশি সন্তান লাভের আকুতি।

সচেতন মুসলিম আল্লাহর কাছে এ উভয় ধরনের দুআ করে। তারা জানে, দুনিয়ার কল্যাণ আসলে পরকালীন কল্যাণ অর্জনের সোপান। সেজন্য সম্পদ-সন্তান বৃদ্ধি পাওয়া এবং স্বাস্থ্য ভালো রাখা মূলত আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হওয়ার জন্য। তাঁর অনুশাসন মেনে, তাঁর তরে নিজেকে কুরবান করে দেওয়ার জন্য। অন্যদিকে অসচেতন বা অজ্ঞ মুসলিমরা হয় শুধু ধর্মীয় বিষয় চাইবে, নয় শুধু দুনিয়াবি বিষয়।

ভালো-খারাপের বিবেচনায় আরেকভাবে দুআকে শ্রেণিকরণ করা যায়। সে ক্ষেত্রে আমাদের দুআগুলো চারটি দিক মাথায় রেখে হতে পারে।

প্রথমত, যে ভালো ইতোমধ্যেই আছে, সেটা জারি রাখার দুআ। ধরুন, কেউ সুস্বাস্থ্যময় জীবনযাপন করছেন। কিংবা প্রচুর সম্পদের মাঝে আছেন। তিনি দুআ করলেন তার এই অবস্থা যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়, আমৃত্যু জারি থাকে।

দ্বিতীয়ত, ভালো কিছু চাওয়া। যেমন কারও স্বাস্থ্য ভালো না। তিনি সুস্বাস্থ্যের জন্য দুআ করলেন।

তৃতীয়ত, যে খারাপে কেউ এরই মধ্যে আছে। যেমন, কারও শরীর খারাপ, বা টাকা-পয়সার প্রচুর অভাব। তিনি তার এই বেহাল দশা বদলে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে হাত পাতলেন।

চতুর্থত, কোনো খারাপ যেন না ঘটে। যেমন, কোনো মানুষ হয়তো বিশেষ কোনো অসুখকে ভয় করে কিংবা কোনো বিপদ। তিনি এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ কাছে আশ্রয় চাইলেন।

এই সব ধরনের দুআ মাত্র একটি আয়াতে পুরে দেওয়া আছে কুরআনে। দেখুন–

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ. رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

'প্রভু মোদের, আমাদের পাপ মোচন করে দিন। আমাদের বাজে কাজগুলো মুছে সাফ করে দিন। ধার্মিক মানুষদের কাতারে শামিল রেখে আমাদের মৃত্যু দিন। প্রভু মোদের, আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা দান করুন। বিচারদিনে আমাদেরকে অপমানিত করবেন না। আপনি কখনোই আপনার কথার বরখেলাপ করেন না!' [কুরআন, ৩ : ১৯৩-১৯৪]

এখানে, 'আমাদের পাপ মোচন করে দিন। আমাদের বাজে কাজগুলো মুছে সাফ করে দিন'— এই দুআর মাঝে আছে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান খারাপিগুলো সরিয়ে দেওয়ার আকুতি।

'ধার্মিকদের কাতারে শামিল রেখে আমাদের মৃত্যু দিন'— এই দুআর মাঝে আছে, যে ভালো অর্থাৎ যে ঈমানের মধ্যে আছি, তা যেন জারি থাকে। ঈমানের মধ্যে থেকে যেন আমাদের মৃত্যু হয় তার আকুতি।

'যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা দান করুন'— এই দুআর মাঝে আছে যেসব কল্যাণ এখনও পাইনি তার মিনতি। আর পরিশেষে—

'বিচারদিনে আমাদেরকে অপমানিত করবেন না'— এই দুআর মধ্যে আছে যে অকল্যান এখনও হয়নি, তা থেকে মুক্ত থাকার মিনতি।

দুআর মর্যাদা ও ফায়দা

আল্লাহর চোখে দুআ অন্যতম মহৎ একটি কাজ। নবিজি ﷺ বলেছেন–

'আল্লাহর দৃষ্টিতে দুআর চেয়ে মহৎ কিছু নেই।'[১৪]

এর কারণ খুব স্পষ্ট। দুআ মানুষের দৈন্যতা ও অপারগতা দেখিয়ে দেয়। নিজেকে আল্লাহর সামনে বিনয়াবেশে সোপর্দ করার সেরা পন্থা, দুআ। দুআর মাধ্যমে আমরা স্বীকার করি আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য।

এখন দুআ করার কিছু ফায়দা দেখে নিই–[১৫]

০১. আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে মহৎ কাজ

একটু ওপরেই আমরা এ সম্পর্কিত হাদিসটি বলেছি–

'আল্লাহর দৃষ্টিতে দুআর চেয়ে মহৎ কিছু নেই।'[১৬]

---

১৪. আহমাদ, তিরমিজি, হাকিমসহ অন্যরা; সহিহ। সহিহুল-জামি ৫৩৯২।

১৫. দেখুন : আদ-দুআ, হামাদ, পৃষ্ঠা ১৬-১৯।

১৬. আহমাদ, তিরমিজি, হাকিমসহ অন্যরা; সহিহ। সহিহুল-জামি ৫৩৯২।

শাওকানি এ হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন–

> 'এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে একটা বাস্তবতাকে সামনে রেখে। আর তা হলো, দুআ মূলত আল্লাহর ক্ষমতা এবং দুআকারীর অক্ষমতা দেখিয়ে দেয়। আরেকটু পরিশুদ্ধ করে বললে, দুআ একটি ইবাদাত। অন্য আরেকটি হাদিসের বর্ণনানুসারে দুআ ইবাদাতের সারাংশ। ঠিক এই অবস্থানের কারণেই দুআ অন্যতম মহৎ কাজ।'

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'মানবজাতি সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদাত।'[১৭]

০২. দুআ সেরা ইবাদাত

দুআ আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় আমলগুলোর একটি। এর মাধ্যমে একজন মানুষ সরাসরি তার প্রভুর সঙ্গে আলাপে মগ্ন হয়। প্রভু ও বান্দার মধ্যে সম্পর্কের সূত্র এটি। নবিজি ﷺ বলেছেন–

> 'ইবাদাতের সেরা ধরন দুআ।'[১৮]

০৩. দুআ ঈমানের লক্ষণ

কেউ দুআ করে অর্থই হলো সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তাওহিদের অর্থ বোঝে। কেউ আল্লাহর কাছে দুআ করার মানে সে বিশ্বাস করে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে। তিনিই আসল প্রভু। কেবল তাঁর কাছেই চাওয়া যায়। কেবল তাঁকেই উপাসনা করা যায়। সব নিখাঁদ নাম আর বিশেষত্বগুলো তাঁরই। এজন্য দুআ ইবাদাতের অন্যতম সেরা উপায়। আল্লাহ ব্যতীত তাই অন্য কারও কাছে দুআ করা শিরক।

০৪. দুআ করা মানে আল্লাহকে মানা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন–

وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

> 'দ্বীনকে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকো।' [কুরআন, ৭ : ২৯]

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

---

১৭. তুহফাতুল-জাকিরিন, পৃষ্ঠা ৩০।

১৮. হাকিম (১/৪৯১), সহিহ। জাহাবি এবং আলবানি তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। দেখুন, আস-সাহিহাহ, ১৫৭৯।

আমার কাছে ওর কোনো মর্যাদা নেই...” তাহলে এই আয়াতের মানে দাঁড়াচ্ছে : “তোমরা যদি তার কাছে দুআ না করতে, তাহলে তিনি তোমাদের কোনো খেয়ালই করতেন না।”'[২০]

সাদি লিখেছেন—

'আল্লাহ জানাচ্ছেন, এই মানুষগুলো (বিশ্বাসীরা) বাদে আল্লাহ কারও কোনো খেয়াল করেন না বা কাউকে নিয়ে ভাবেন না। ইবাদাতমূলক দুআ ও প্রার্থনামূলক দুআর কারণেই তিনি আমাদের খেয়াল করেন, আমাদের ভালোবাসেন।'[২১]

এখানে দেখা যাচ্ছে যারা উভয় ধরনের দুআ করেন, আল্লাহ কেবল তাদেরকেই যত্নআত্তি করেন।

০৭. দুআ আল্লাহর বদান্যতার নিদর্শন

আল্লাহর একটি নাম আল-কারিম : মহা দাতা। প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহকে ডাকে, রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা, প্রতিটি প্রয়োজনে। আর আল্লাহ শুধু দিয়েই যান, দিয়েই যান, দিয়েই যান। দুআর মাধ্যমেই বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা কত বড়ো কারিম, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও পরম দানশীল।

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ.

'মহাকাশ ও জমিনের বুকে প্রত্যেকে তাঁর কাছে ফরিয়াদ করে। প্রতিদিনই তিনি কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত।' [কুরআন, ৫৫ : ২৯]

এর প্রমাণ আছে হাদিসেও। নবিজি ﷺ বলেছেন—

'কারও মধ্যে যদি কিছু চাওয়ার ইচ্ছা জাগে, সে যেন তার চাওয়াকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কারণ, সে তার এমন এক প্রভুর কাছে চাইছে যিনি সুমহান, সুউচ্চ।'[২২]

'কেউ যখন (আল্লাহর কাছে) কিছু চায়, সে যেন তার চাওয়াকে প্রাচুর্যময় করে। কারণ, সে তার প্রভুর কাছে চাইছে।'[২৩]

০৮. দুআ বিনয়ের লক্ষণ

মানুষ আল্লাহর সামনে তার বিনয় তুলে ধরে দুআতে। নিজেকে রাখে অহংকারমুক্ত। আর তাই আল্লাহ বলেছেন—

---

২০. ফাতহুল-কাদির, ৩/১২১।

২১. তাইসীরুল-কারিমুল-মান্নান, পৃষ্ঠা : ৫৩৭। এ আয়াতের অন্য ব্যাখ্যাও হয়; তবে সেগুলো এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আদওয়াউল-বায়ান, ৪/১৮১।

২২. মুন্তাখাব, 'আব্দ বিন হুমাইদ (১/১৯৩)। আলবানির মতে সহিহ। আস-সাহিহাহ, ১২৬৬।

২৩. ইবনু হিব্বান (২৪০৩), আস-সাহিহাহ, ১৩২৫।

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

'আমার কাছে দুআ করো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। আমার ইবাদাতে যে ঔদ্ধত্য দেখাবে, তাকে আমি অবমাননাকর অবস্থায় জাহান্নামে ঢুকাব।' [কুরআন, ৪০ : ৬০]

শাওকানি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

'এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, দুআ এক ধরনের ইবাদাত। কারণ, তিনি তাঁর বান্দাদের দুআ করতে বলেছেন। এরপর বলেছেন, "...আমার ইবাদাতে যে ঔদ্ধত্য দেখাবে; তার মানে দুআ ইবাদাত আর দুআ করা ছেড়ে দেওয়া উদ্ধত আচরণ। বরং সবচেয়ে জঘন্য পর্যায়ের উদ্ধত আচরণ। যিনি তাকে সৃষ্টি করলেন, তাকে রিজিক দিলেন, শূন্য থেকে যাকে অস্তিত্ব দিলেন, যিনি গোটা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, রিজিকদাতা, তাকে জীবন দিলেন, এরপর মৃত্যু দেবেন, হয় পুরস্কার নয় শাস্তি দেবেন—একজন মানুষ কীভাবে সেই সত্তাকে অবিশ্বাস করতে পারে? এ ধরনের উদ্ধত স্বভাব চরম পাগলামি, জঘন্য স্পর্ধা।[২৪]

০৯. দুআ আল্লাহর রাগকে সরিয়ে দেয়

নবিজি ﷺ বলেছেন–

'যে আল্লাহকে ডাকে না, আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হন।'[২৫]

মানুষ যখন দুআ করা ছেড়ে দেয়, সে তখন সবচেয়ে মহৎ ইবাদাতটিই ছেড়ে দেয়। কেউ যদি অহংকারবশে নিজেকে স্বনির্ভর চিন্তা করে দুআ করা ছেড়ে দেয়, তাহলে বাস্তবে সে এক ধরনের শিরকে জড়িয়ে পড়ল। নিজের ওপর আরোপ করল এক ধরনের ঐশী ক্ষমতা।

ওপরের হাদিসটির ব্যাপারে এক কবি বলেছিলেন–

'আল্লাহর কাছে চাওয়া বন্ধ করলে তিনি রেগে যান,
আর আদাম-সন্তানের কাছে কিছু চাইলে সে রেগে যায়!'

মানুষ কিছু চাইলে আল্লাহ যে তা কী পরিমাণ পছন্দ করেন, সেটা বুঝতে নিচের হাদিসটি দেখুন। নবিজি ﷺ বলছেন–

'দুনিয়ার বুকে কোনো মুসলিম যখনই আল্লাহর কাছে কিছু চায়, আল্লাহ হয় তাকে সেটা দান করেন অথবা সমপরিমাণ কোনো খারাপ তার থেকে দূরে সরিয়ে নেন। যতক্ষণ-না সে কোনো খারাপ কিছু চাচ্ছে অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ভাঙতে চাচ্ছে।'[২৬]

[২৪]. তুহফাতুজ-জাকিরিন, পৃষ্ঠা : ২৮।

[২৫]. তিরমিজি, সহিহুল-জামি ২৪১৮।